মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

বিজ্ঞপ্তি নম্বর-২/২০১৩ তারিখঃ ১৭/০২/২০১৩

বিষয় ঃ ২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ''মেধাবৃত্তি'' (টেলেন্টপুল) এবং ''সাধারণ বৃত্তি'' প্রদানের নিমিত্তে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা-এর স্মারক নম্বর-ওএম/০৬-মেধাবৃত্তি/২০১২/২৫৭৩/১১ তারিখঃ ১৯/১২/২০১২ এর প্রেক্ষিতে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এর সঙ্গে যুক্ত তালিকায় বর্ণিত শিক্ষার্থীগণের ''মেধাবৃত্তি'' এবং ''সাধারণ বৃত্তি'' প্রদান করা হ'ল। সরকারি নিয়ম ও নীতিমালা অনুযায়ী এই বৃত্তি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির ব্যয় চলতি অর্থ বছরের (২০১২-২০১৩) বাজেটের ৩-২৫৩১-০০০০-৫৯৬৩ বৃত্তি/স্কলারশীপ খাত হতে নির্বাহ করা হ'ল।

এই বৃত্তি প্রদানের সময় নিম্নলিখিত নিয়ম /শর্তাবলী অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

১। বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ।

২। বৃত্তি প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা সৎ স্বভাব এবং লেখাপড়ায় সন্তোষজনক অগ্রগতির শর্ত সাপেক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে ।

৩। বৃত্তি বাবদ টাকা উঠানো এবং প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হ'ল ।

৪। উক্ত বৃত্তির টাকা সংশ্লিষ্ট বৃত্তিধারীদের মধ্যে বিতরণের পূর্বে তাদের নিকট হতে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন যে, তারা বৃত্তি সংক্রান্ত নিয়ম ও নীতিমালা মেনে চলবে এবং সরকারী নির্দেশে এই বৃত্তির কোন পরিবর্তন হলে প্রয়োজনে বৃত্তির সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে ।

৫। এই বৃত্তিগুলোর সংখ্যা, হার এবং মেয়াদ আপাতত: নির্ধারিত; প্রয়োজনে সরকার কোণ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই তা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবেন।

৬। সকল বৃত্তিধারীই এককালীন অনুদান (লাম্প গ্র্যান্ট) ভোগ করতে পারবে।

৭। সকল বৃত্তিধারীই বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ লাভ করবে ।

৮। কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে বৃত্তি পেয়ে যদি পরবর্তীকালে সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন কারিগরি বা পেশাগত প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন বৃত্তি পেয়ে থাকে তবে সে দুটি বৃত্তিই ভোগ করতে পারবে ।

৯। যে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত নয় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত বৃত্তিগুলো অকার্যকর এরূপ প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে তাদের বৃত্তির টাকা সরকারী কোষাগার হতে উত্তোলন করা যাবে না ।

১০। বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছাড়পত্র নিয়ে অন্যত্র ভর্তি হলে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান উক্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি এবং বৃত্তির টাকা উঠানো ও প্রদান সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ কোন তারিখ হতে কোন তারিখ পর্যন্ত বৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়েছে বা আদৌ হয়নি তার তথ্য বোর্ডে সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করলে বৃত্তিটি স্থানান্তরের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

১১। ২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে, সরকারী আদেশ মোতাবেক তাদের বৃত্তি পাওয়ার সর্বনিম্ন যোগ্যতা জি.পি.এ-৩.০০ (৪র্থ বিষয় বাদে)। কোটা অনুসারে ''মেধাবৃত্তি'' এবং ''সাধারণ বৃত্তি'' বন্টনের সময় একই জি.পি.এ প্রাপ্ত একাধিক শিক্ষার্থী হলে প্রথমে বাংলা, ইংরেজী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তালিকা তৈরীর পর একই জি.পি.এ প্রাপ্তদের পরবর্তী বাধ্যতামূলক তিনটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে বৃত্তির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে

১২। যদি উল্লেখিত সর্বনিম্ন জি.পি.এ এর উর্ধ্বে জি.পি.এ প্রাপ্ত কোন নিয়মিত শিক্ষার্থী যার নাম বৃত্তির তালিকায় স্থান পায়নি অথচ অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এরূপ ক্ষেত্রে প্রামান্য কাগজসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে, অন্যথায় বৃত্তির দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩। এ বিজ্ঞপ্তিতে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত ।

১৪। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর স্মারক নম্বর আমেবৃপ্র/১০৭/২০০১/১৮৩(৮) তারিখঃ ২৮/০৫/২০০৭ পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বৃত্তিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী বোর্ড বদল করে পূণরায় প্রথম বর্ষে ভর্তি/অসুস্থতা/বিষয় পরিবর্তন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন এর কারণে বৃত্তির অর্থ উত্তোলনের মেয়াদ ০১ (এক) বা ০২ (দুই) বছরের অধিক অতিক্রান্ত হয়নি এবং বৃত্তির অন্যান্য শর্তাবলী পালন স্বাপেক্ষে সে সকল শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত বৃত্তি নিয়মিতকরণ ও অর্থ উত্তোলনের অনুমতি/আদেশনামা বোর্ড প্রদান করবে ।

১৫। সময়মত বৃত্তির টাকা না উঠানোর ফলে বৃত্তি তামাদি হলে অথবা বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেজন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগন দায়ী থাকবেন। কারন তামাদি বৃত্তি পুন: বৈধ করতে সরকার অনিচ্ছুক। এ প্রসঙ্গে মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ।

১৬। এই বৃত্তিগুলোর মেয়াদ ২০১২ সালের জুলাই মাস হতে স্ব-স্ব শিক্ষা সমাপনী বছর পর্যন্ত কেবলমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীগণ বৃত্তি পাবার যোগ্য। কোন অনিয়মিত শিক্ষার্থীর বৃত্তির অর্থ যাতে উত্তোলিত না হয় সে বিষয়ে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হ'ল ।

১৭। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা এর ২০/১১/২০০৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরণী যার স্মারক নম্বর আমেবৃপ্র/কঃ ও প্রশা/মাউশি/১১০/২০০২/৩৪৫(৩০) তারিখঃ ০৪/১২/২০০৮ এর ১ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভর্তি বিবরণী ছাড়াই বৃত্তির গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এবং অধ্যক্ষের সার্টিফেকেট প্রদান স্বাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে ।

Visit health.ebd24.com regularly for update result

বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান

মেধাবৃত্তি				সাধারণ বৃত্তি			
বিভাগ	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	সর্বমোট
বিজ্ঞান	২৭	২৬	৫৩	২৪৩	২৪২	৪৮৫	৫৩৮
মানবিক	১৩	১৩	২৬	১২১	১২২	২৪৩	২৬৯
বাণিজ্য	১৩	১৩	২৬	১২১	১২১	২৪২	২৬৮
সর্বমোট	৫৩	৫২	১০৫	৪৮৫	৪৮৫	৯৭০	১০৭৫

(ক) মেধা বৃত্তি

অধ্যয়নরত কোর্সের নাম	বৃত্তির মাসিক হার	এককালীন অনুদান প্রতিবছর	সময় সীমা
এম.বি.বি.এস মেডিক্যাল কোর্সে	৫৫০/-	১২০০/-	৫ বছর
কারিগরি ও কৃষি কোর্স	৫৫০/-	১২০০/-	৪ বছর
এল.এল.বি (সম্মান)	৫৫০/-	১২০০/-	৪ বছর
ডিগ্রী সম্মান কোর্স	৫৫০/-	১২০০/-	৪ বছর
ডিগ্রী পাস কোর্স	৫৫০/-	১২০০/-	৩ বছর

(খ) সাধারন বৃত্তি

অধ্যয়নরত কোর্সের নাম	বৃত্তির মাসিক হার	এককালীন অনুদান প্রতিবছর	সময় সীমা
এম.বি.বি.এস মেডিক্যাল কোর্সে	২৫০/-	৫০০/-	৫ বছর
কারিগরি ও কৃষি কোর্স	২৫০/-	৫০০/-	৪ বছর
এল.এল.বি (সম্মান)	২৫০/-	৫০০/-	৪ বছর
ডিগ্রী সম্মান কোর্স	২৫০/-	৫০০/-	৪ বছর
ডিগ্রী পাস কোর্স	২৫০/-	৫০০/-	৩ বছর

(প্রফেসর মো. তানবিরুল আলম)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী
chairman@rajshahieducationboard.gov.bd

স্মারক নম্বর- ১৮৪(৭৫০)/বৃত্তি/জিওসি-২/২০১২-২০১৩/২ তারিখ- ১৭/০২/২০১৩

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল।

১। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। মহা-হিসাব রক্ষক, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর (বার্তা বিভাগ), ঢাকা।
৪। বাংলাদেশের সকল কলেজ এর অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষাগণ।
৫। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/চট্টোগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর।
৬। বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা হিসাব রক্ষন অফিসার/উপজেলা হিসাব রক্ষন অফিসারগণকে বৃত্তির বিল পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৭। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৮। জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/নাটোর/নওগাঁ/বগুড়া/জয়পুরহাট/পাবনা/ সিরাজগঞ্জ
৯। বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। বৃত্তির তালিকাটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করে এই গেজেটের দু'টি কপি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পাঠানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(প্রফেসর মো. আব্দুর রউফ মিয়া)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

Visit health.ebd24.com regularly for update result